সংবাদ

তারিখ 24 SEP 2017
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

মরিচা ধরা রডে কুবির ছাত্রী হল!

জাহিদুল ইসলাম, কুবি (কুমিল্লা)

মরিচা ধরা রড দিয়ে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হল নির্মাণ কাজ চলছে। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মাঝে দেখা দিয়েছে তীব্র ক্ষোভ। এদিকে মরিচা ধরা রডে নির্মাণ কাজ বন্ধ করতে কিছু দিন আগে বাধাও দেন শিক্ষার্থীরা। তবে বাধা উপেক্ষা করে আবারও নির্মাণ কাজ করে যাচ্ছে খোকন এন্টার প্রাইজ নামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটি।

সরেজমিন দেখা যায়, বেশ কয়েক টন রড স্তূপ করে রাখা হয়েছে। মরিচা ধরায় প্রায় সব রড প্রকৃত রূপ হারিয়েছে। ভবনের মূল ভিত্তিগুলো স্থাপনের ঢালাইয়ে ব্যবহৃত রডগুলোও মরিচা পড়ে আছে। এর আগে মরিচা ধরা রড দিয়ে নির্মাণ কাজ চলছে এমন অভিযোগে কাজে বাধাও দেন শিক্ষার্থীরা।

তবে সেই বাধা উপেক্ষা করে নির্মাণ কাজ চালিয়ে নিচ্ছে ঐ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটি। এছাড়াও নিয়ম বহির্ভূতভাবে রাতে ঢালাই কাজ করা হয় এমন অভিযোগও রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে। রাতে ঢালাই দেয়ার ফলে গেল ১৫ আগস্ট ঢালাইয়ের একদিনের মাথায় একটি বেইজ (ভিত্তি) ভেঙে পড়ে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক শিক্ষার্থী জানান, নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার এবং নিয়মবহির্ভূত ঢালাইয়ের কারণে সেই সময় এই বেইজটি ভেঙে পড়ে। এদিকে ঢালাই কাজের প্রায় তিন মাস আগেই এই রডগুলো এনে খোলা আকাশের নিচে স্তূপ করে রাখে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটি।

অনুসন্ধানে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্মিতব্য এ ছাত্রী হলের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান রাজ্জাক এন্টারপ্রাইজ। তবে খোকন এন্টারপ্রাইজ জোর করে রাজ্জাক এন্টারপ্রাইজের কাছ থেকে কয়েক শতাংশ লাভ দিয়ে কাজটি নিয়ে নেয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং স্থানীয় কয়েকজন প্রভাশালী ব্যক্তির হাত রয়েছে। কয়েকটি সূত্রে জানা যায়, কাজটি পেতে খোকন এন্টারপ্রাইজ প্রায় কয়েক লাখ টাকা বিভিন্ন মহলের প্রভাশালী কয়েকজন ব্যক্তিকে দেয়।

মরিচা পড়া রড ঢালাই কাজে কেন ব্যবহার করা হচ্ছে এমন প্রশ্নে খোকন এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী খোকন জানান, এ কাজ তার ভাই জাহাঙ্গীর দেখাশুনা করেন। জাহাঙ্গীরের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'আপনাদের সঙ্গে আমি দেখা করে সব বলব।'

মরিচা ধরা রডে নির্মাণ কাজ হচ্ছে কিন্তু প্রকৌশল দফতর তদারকি করছে কিনা এমন প্রশ্নে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলী এসএম শহিদুল হাসান বলেন, 'আমরা মরিচা ধরা রডে কাজ হতে দেব না।'

ঢালাই কাজের তিন/চার মাস আগে রড এনে স্তূপ করে রাখার বিষয়ে তিনি বলেন, 'রড অবশ্যই কয়েক মাস আগে আনা উচিত নয়। কেননা এটা খোলা আকাশের নিচে বৃষ্টি, বাতাস ও ধুলায় নষ্ট হয়।'

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
পত্র নং.....
বিষয়.....
পরিসংখ্যান বিভাগ
ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর